অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-১৯৯০)

নাগা-রানি

দেশমুখের বাংলোয় নৈশভোজের নিমন্ত্রণ ছিল কাল
ফিরেছি অনেক রাতে।
পাহাড়িদের ওপর একখানা বই লিখছে ও,
একটি অধ্যায় পড়লে—'নাগা-নৃত্য'
লোকটা জহুরি।

দেশমুখের দুই চোখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে
'নাগারা সত্যি বীরের জাত
একটি আশ্চর্য জিনিস দেখাবো আপনাকে আজ
বলবেন না কাউকে
আমার সবচেয়ে দুর্লভ সংগ্রহ—'
বলতে-বলতে লোকটা ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে যায়।

একটু পরেই আবার আবির্ভাব
দুই চোখে একটা অদ্ভুত বন্য আলো
হাতে ওটা কী? পরচুলা?
দেশমুখের ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফোটে;
'এক মহীয়সী নাগা-রানির পবিত্র চুল
তরুনী বীরাঙ্গনা—নাগা-পাহাড়ের জোয়ান অব আর্ক
উনিশ শতকের গোড়ার দিকে
সৈন্যদের আগে-আগে সাদা ঘোড়ার পিঠে দেখা যেত ওঁকে
আঠারোটি যুদ্ধের জয়মাল্য পরেছিলেন এই চুলে
শেষ-যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন।'

অবাক হয়ে শুনছিলাম—আর চেয়ে দেখছিলাম—
বেতের কারুকাজ-করা একটি চোঙের গায়ে
লালচে চুলগুলি আশ্চর্য কৌশলে আটকানো
দূর থেকে মনে হয়
চোঙের গা বেয়ে ঝরছে ঝুরঝুরে চুলগুলি,
হাতে স্পর্শ করলাম
রেশমের মতো নরম একমুঠো ঠান্ডা চুল,
চুলগুলি মুঠোয় নিয়ে অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকি
ছবি দেখি—নাগা পাহাড়—
সাদা ঘোড়া—
জোয়ান অব আর্ক।

একটি পাহাড়ে রাত

(ডলু)

জ্যোৎস্না

ঘুম ভেঙে যায় অনেক রাত,
আকাশ-পাথরে সোনার চাঁদ,

হ্রদের উপরে ফটিক-ঢেউ
হঠাৎ করেছে খোদাই কেউ,
লাফ দিয়ে ওঠে রূপার মাছ,
চারদিকে ওঠে নীলার গাছ,
পান্না-চুনির বাঁধানো ঘাট,
সিঁড়ি উঠে যায় একশো আট।

ঝড়

কালো মেঘ-সাপ হঠাৎ আকাশে ওঠে,
ফণা তুলে ধরে ফোঁস ফোঁস করে ছোটে,
চাঁদ নিবে যায়, পাহাড় অন্ধকার,
দূরে শোনা যায় দৈত্যের চিৎকার।

একটু পরেই ছুটে আসে সেই ঝড়
লোহার শিকল দাঁতে দাঁতে কড় কড়,
হঠাৎ আকাশে শুঁড় তোলে পর্বত,
জন্তুর মতো গর্জন করে হ্রদ।